[২০১৮] ১১এস সি আর.১

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল

বনাম

ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের ৯০৪ নং রিট পিটিশন (দেওয়ানি))

সেপ্টেম্বর ০৫,২০১৮

[দীপক মিসরা, ভারতের প্রধান বিচারপতি, এ. এম. খানউইলকার এবং

ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৯(২) – মতামত ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা – যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ –বাদী 'মীশা' নামক উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করার জন্য রিট আবেদন করেন – অভিযোগ ছিল যে উক্ত সাহিত্যকর্মটি মন্দিরে যাওয়া নারীদের প্রতি অবমাননাকর ও অপমানজনক এবং এটি জনশৃঙ্খলা ও শালীনতা ব্যাহত করার সম্ভাবনা রাখে – রায়: যদি এ ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে বই নিষিদ্ধ করা হয়, তবে সৃষ্টিশীলতা আর থাকবে না – সাংবিধানিক আদালতের এ ধরনের হস্তক্ষেপ শিল্পের সমাপ্তির পথে নিয়ে যাবে –একজন লেখক যে স্বাধীনতা উপভোগ করেন, তা অবশ্যই সীমাহীন নয়, তবে কোনো বিধিনিষেধ আরোপের আগে আদালতের দায়িত্ব হলো দেখতে হবে সত্যিই কি অনুচ্ছেদ ১৯(২)-এর আওতাভুক্ত কিছু রয়েছে কিনা –সৃষ্টিশীলতা ও লেখকের মহাবিশ্ব সম্পর্কিত উপলব্ধি বিবেচনায় রাখতে হবে – একে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না, কারণ তা হলে তা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার শামিল হবে –একজন লেখক যেন শব্দের সঙ্গে স্বাধীনভাবে খেলতে পারেন – কল্পনার আবেগকে নির্দেশনা দেওয়া যায় না –চূড়ান্ত প্রকাশনা যেন আইনবিরোধী না হয়, তবে আইনের কঠোরতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দিক বিবেচনা করতে হবে –প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'মীশা' চরিত্রটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানান অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায় – যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা হোক না কেন, এটি সৃষ্টিশীলতার একটি বহিঃপ্রকাশ –সেই পরিপ্রেক্ষিতে, রিট আবেদন খারিজ করা হলো।

রিট পিটিশন খারিজ করে আদালত

স্থির হয়েছে: ১ সাহিত্য বহুবিধ উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতার প্রতীক। সাহিত্য কেবল তখনই পাঠকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে যখন সৃজনশীলতা দম বন্ধ বা দম বন্ধ না হয়। সৃজনশীলতার প্রবাহের মুক্ত প্রবাহ কোনও সীমা জানে না এবং কল্পনা কোনও সীমা রাখে না। একজন লেখক বা শিল্পী বা সৃজনশীল ক্ষেত্রের যে কোনও ব্যক্তিকে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং গুজবকে বাধা দিতে পারে এমন শিকল থেকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে হয়। লেখকদের তাদের মতামত এবং কল্পনা প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে এবং পাঠকরাও তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি এবং কল্পনা করার স্বাধীনতা উপভোগ করেন। কল্পনা ছাড়া, চিন্তা প্রক্রিয়া শর্তযুক্ত।

১. ২) সৃজনশীল কণ্ঠস্বর দমন বা নিঃশব্দ করা যায় না এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা যায় না। বাকস্বাধীনতা, অভিব্যক্তি, সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তিকে বাধা দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ এটি সাহিত্য স্বাধীনতার বুদ্ধিবৃত্তিক নিপীড়নের অবস্থার দিকে পরিচালিত করে যার ফলে মুক্ত চিন্তাভাবনা এবং মানুষের মনের উর্বর ক্ষমতাগুলি অবরুদ্ধ হয় এবং অবশেষে সাহিত্যিক পু-এর পথ প্রশস্ত করে। যদি ধারণা ও কল্পনার মুক্ত প্রবাহের ডানা কেটে দেওয়া হয়, তবে কোনও শিল্পকর্ম তৈরি করা যায় না। ভুক্স নিষিদ্ধ করার সংস্কৃতি সরাসরি ধারণার মুক্ত প্রবাহকে প্রভাবিত করে এবং বাকস্বাধীনতা, চিন্তা ও অভিব্যক্তি স্বাধীনতার অপমান। কোনও সম্প্রদায়ের জন্য অবমাননাকর বা অবমাননাকর অশ্লীলতার জন্য বই নিষিদ্ধ করা হলে তা বুদ্ধিবৃত্তিক সহনশীলতার সীমার বাইরে গিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অস্থিরতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার জন্য আরও বিপদ সৃষ্টি করবে যার ফলে ধীরে ধীরে "বুদ্ধিবৃত্তিক কাপুরুষতা" দেখা দেবে যা একজন লেখকের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করা হয়, কারণ এটি লেখকের স্বাধীন চেতনাকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষ একটি সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থায় বাস করে না, যা স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা বিনিময় এবং চিন্তাভাবনা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অনুমতি দেয়, এটি কেবল বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের পবিত্র নীতিগুলিকে রক্ষা করে বা "আপনি যা ভাবেন সেভাবে চিন্তা করার এবং কথা বলার স্বাধীনতা" শব্দগুলি ধার করে এবং সৃজনশীল ক্ষেত্রে লেখক, লেখক, শিল্পী এবং ব্যক্তিদের অবাধ সৃজনশীল চেতনা এবং কল্পনাকে রক্ষা করে যা আমাদের সাংবিধানিক আদর্শের মৌলিক নীতি হিসাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজ হিসাবে পরিপক্ক হতে পারে যেখানে পড়ার এবং লেখার স্বাধীনতা মূল্যবান এবং লালিত হয়।

১.৩) উপরোক্ত বিষয়গুলি সাহিত্য ও শিল্পের পাঠক ও অনুরাগীদের কাছে পরিপক্কতা, মানবতা ও সহনশীলতার অলিখিত নিয়মাবলীর প্রতি নির্দিষ্ট মাত্রায় আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে যাতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সর্বোচ্চ শাসন করে এবং আইওয়াই পদ্ধতিতে বাধাগ্রস্ত না হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আদর্শের পতাকা যে কোনও মূল্যে উঁচুতে উড়িয়ে রাখতে হবে এবং বিচার বিভাগকে সর্বদা এই চেতনার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে যদি না তারা প্রকৃতপক্ষে আইনে যা নিষিদ্ধ তার বিরোধিতা করে। এবং, জোর দেওয়া বাহুল্য যে নিষেধাজ্ঞাটি কারও অভিনব বা দৃষ্টিভঙ্গি বা উপলব্ধিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন ৩

১.৪) এটি একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সূচনা করবে, যদি সাংবিধানিক আদালত, কলঙ্কজনক প্রভাব সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে, বাকস্বাধীনতা, অভিব্যক্তি, সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তিকে বাধা দেয়। এটি সাহিত্য স্বাধীনতার বৌদ্ধিক নিপীড়নের অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে। যখন এটি বলা হয়, তখন এই আদালত এই বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন যে উক্ত অধিকারটি পরম নয় তবে তার উপর আরোপিত যে কোনও বিধিনিষেধ অত্যন্ত সংকীর্ণ হতে হবে এবং অনুচ্ছেদ ১৯ (২) দ্বারা বর্ণিত যুক্তিসঙ্গত পরামিতিগুলি পাতলা করুন। এটি মুক্ত চিন্তাভাবনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাপুরুষতা। বুদ্ধিবৃত্তিক কাপুরুষতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নিন্দার বিপরীত সৃষ্টি করুন ।

১.৫) একটি সৃজনশীল কাজকে একটি পরিপক্ক মনোভাব, পদ্ধতির ক্যাথলিকতা, উদ্দেশ্যমূলক সহনশীলতা এবং বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে গ্রহণযোগ্যতার অনুভূতি দিয়ে পড়তে হয় যা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয় তবে বিকৃতির আচ্ছন্ন ধারণার সাথে নয় যা অবিলম্বে একজনকে উপদেশবাদের আবেগের সাথে বা সেই ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ মনোভাবের উপলব্ধির সাথে সংযুক্ত করে। একজন পাঠকের পরিস্থিতি বোঝার সংবেদনশীলতা থাকা উচিত এবং চরিত্রটির প্রশংসা করা উচিত এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয় যে যা কিছু লেখা হয়েছে তা খারাপ স্বাদে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তরুণ মনকে দূষিত করার জন্য করা হয়েছে। এর বিপরীতে, তাকে লেখকের সাথে নিজেকে এমনভাবে উন্নীত করতে হবে যেন তার সামাজিক সংযোগ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগ রয়েছে। বিকৃত বিচারের অনুভূতি পরিত্যাগ করা উচিত। একটি সৃজনশীল লেখা সহানুভূতিশীল পাঠের প্রত্যাশা করে। এটি সমালোচনার বিরোধী নয় তবে অবশ্যই অযাচিত প্রতিবাদ সহ্য করে না।

১.৬) একজনকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গল্পে বোনা প্লট এবং উপ-প্লটগুলি বুঝতে হবে এবং প্রশংসা করতে হবে। মীশার চরিত্রটি যেমন উপস্থাপিত হয়েছে তা বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে অগণিত অভিজ্ঞতা দেখায়। পরিস্থিতিগুলিকে নির্দিষ্ট উপ-প্লট হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা নায়কের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঘিরে বিকশিত হয়েছিল। নির্দিষ্ট লেখকদের দ্বারা গৃহীত চরিত্রের ধারাবাহিকতার তত্ত্বটি বর্ণনায় বজায় রাখা হয়েছে বলে মনে হয়। পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতির চিকিত্সা ভিন্ন হতে পারে তবে নায়কের মৌলিক প্রতিক্রিয়া অপরিবর্তিত থাকে।

সব কিছুই, একজন পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে। অন্য পাঠকের কাছে, মনে হতে পারে যে উপ-প্লটগুলি উৎসাহী ছিল, প্রবর্তনকারীকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার জন্য লোভনীয় পরিস্থিতি আনতে ষড়যন্ত্র করেছিল। উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসিত, এটি অস্বীকার করা যায় না যে এটি সৃজনশীলতার প্রকাশ গল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি চরিত্রের উপলব্ধি সহানুভূতিশীল পাঠকদের তাকে/তাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। পরিপক্ক সংবেদনশীলতার সাথে একজন পাঠক নায়কের দুর্দশার সাথে সংযুক্ত হবেন বা এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন যে অভিক্ষেপটি অবমাননাকর এবং + মানুষের একটি অংশের ক্ষতিকারক।

তিনি উপন্যাসটিকে কলঙ্কজনক এবং আপত্তিকর বলে মনে করেন। আদালতকে কোনও ধরনের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত করা উচিত নয়। একজনের একটি নির্দিষ্ট ধরনের অভিব্যক্তির প্রতি গুরুতর অপছন্দ থাকতে পারে তবে এটি বই বা প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার জন্য আদালত থেকে একটি আদেশ জারি করার নিশ্চয়তা দেয় না। সংলাপে ব্যবহৃত ভাষাটিকে দূরবর্তীভাবে অশ্লীল হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। মানহানির ধারণাটি উত্থাপিত হয় না। এই ধারণাটি লালন করা যে এটি অবমাননাকর এবং মন্দিরে যাওয়া মহিলাদের জন্য ক্ষতিকারক, এটি পরিকাঠামো ছাড়াই একটি উপরিকাঠামোকে পিরামিড করার সমতুল্য।

১.৭) যদি কেউ 'ভেন্ট' এবং পরিস্থিতির মাধ্যমে চরিত্রের অগ্রগতি বুঝতে পারে, তবে একজন আগ্রহী পাঠক দেখতে পাবেন যে 'ভোম্পলেক্স' দৃশ্যের নীচে, পরাজয় এবং জয় করার তাগিদ রয়েছে এবং কোনও অস্বীকার গ্রহণ না করার তাগিদ রয়েছে। উভয় দিকই আবেশের রাজ্যে রয়েছে এবং লেখক নায়ককে তার গ্রহ শাসন করতে দেয়। তার কল্পনা তার বিশ্বকে ঘিরে ফেলে। একজন পাঠকের তার প্রশংসা করার বা সহানুভূতি জানানোর স্বাধীনতা রয়েছে। যে কোনও উপায়ে, যে সংলাপের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করা হয় তা সংবেদন তৈরি করার জন্য অনুপ্রবেশ নয়। এটি চরিত্রগুলির অভিক্ষেপের একটি দিক। একজন বিকৃত পাঠক শালীনতা বা নৈতিকতার অনুপস্থিতি বা অশ্লীলতার উপস্থিতি কল্পনা করতে পারে তবে তারা সত্যিই অদৃশ্য।

১.৮) এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে যদি বই নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে তা হতে পারে। সাংবিধানিক আদালতের এই ধরনের হস্তক্ষেপ শিল্পকলার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। একজন লেখক যে স্বাধীনতা উপভোগ করেন তা নিরঙ্কুশ নয়, তবে কোনও বিধিনিষেধ আরোপের আগে আদালতের দায়িত্ব হল ১৯ (২) অনুচ্ছেদের আওতায় আসলেই কিছু আসে কিনা তা দেখা।

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন ৫

১.৯) এটা মনে রাখতে হবে যে, একটি বইকে খণ্ডিতভাবে পড়া উচিত নয়। এটি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে। ব্যবহৃত ভাষা, ধারণাগুলি বিকশিত, গৃহীত শৈলী, চরিত্রগুলিকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, চিত্রায়নের জন্য সাহায্য নেওয়া চিত্রের ধরণ, থিম্যাটিক সহায়ক ধারণাগুলি অভিক্ষিপ্ত এবং পরিস্থিতি বর্ণনা করার প্রকৃতিটিকে একটি উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। কোনও বইয়ের মূল্য এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে বিষয়গত ধারণা থাকতে পারে তবে উক্ত বিষয়গততাকে কোনও বইয়ের সেন্সরশিপ বা নিষেধাজ্ঞার জন্য আইনি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় না।

১.১০) সৃষ্টিশীলতা এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে লেখকের উপলব্ধি মনে রাখতে হবে। কবিতার ক্ষেত্রে যা সত্য তা উপন্যাস বা যে কোনও সৃজনশীল লেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা মনে রাখতে হবে যে একজন লেখকের কল্পনাকে স্বাধীনতা উপভোগ করতে হবে। এটিকে নির্দিষ্ট বিষয়ের কাছে নতিস্বীকার করতে বলা যাবে না। এটি চাপিয়ে দেওয়ার সমতুল্য। একজন লেখকের শব্দের সাথে স্বাধীনভাবে খেলা করা উচিত, যেমন একজন চিত্রশিল্পীর এটি রঙ দিয়ে থাকে। কল্পনার আবেগকে পরিচালিত করা যায় না। এটা সত্য যে, চূড়ান্ত প্রকাশনাটি আইনের পরিপন্থী হওয়া উচিত নয়, তবে আইনের কঠোরতার প্রয়োগকেও বিভিন্ন অ্যাসপিটের কাছে জীবিত থাকতে হবে। একজন লেখকের কারুশিল্প বস্তুনিষ্ঠ উপলব্ধির ধারণা গ্রহণ করে সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

দেবীদাস রামচন্দ্র তুলজাপুরকর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ৬ এস. সি. সি. ১: [২০১৫] ৭ এস. সি. আর. ৮৫৩; রাজ কাপুর এবং অন্যান্যরা বনাম রাজ্য এবং অন্যান্যরা (১৯৮০) ১ এস. সি. সি. ৪৩: [১৯৮০] ১ এস. সি. আর. ১০৮১; সমরেশ বোস এবং অরেকজন বনাম অমল মিত্র এবং আরেকজন (১৯৮৫) ৪ এস. সি. সি. ২৮৯: [১৯৮৫] ৩ সম্পুরক। এস. সি. আর. ১৭; ববি আর্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং অন্যান্যরা বনাম ওম পাল সিং হুন এবং অন্যান্যরা (১৯৯৬) ৪ এস. সি. সি. ১: [১৯৯৬] ২ সম্পুরক। এস. সি. আর. ১৩৬; ভায়াকম ১৮ মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০১৮) ১ এস. সি. সি. ৭৬১: নচিকেতা ওয়ালহেকর বনাম সেন্ট্রাল ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড (২০১৮) ১ এস. সি. সি. হাউজিং লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা ২০১৮ (৪) স্কেল ৩৯০; এস. রঙ্গরাজন বনাম পি. জগজীবন রাম এবং অন্যান্যরা (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি ৫৭৪: [১৯৮৯] ২ এস. সি. আর ২০৪-উল্লেখ করা হয়েছে।

Case Law Reference

[2015] 7 SCR 853 referred to Para 2

[1980] 1 SCR 1081 referred to Para 3

[1985] 3 Suppl. SCR 17 referred to Para 29

[1996] 2 Suppl. SCR 136 referred to Para 30

(2018) 1 SCC 761 referred to Para 31

(2018) 1 SCC 778 referred to Para 31

2018 (4) SCALE 390 referred to Para 32

[1989] 2 SCR 204 referred to Para 37

দেউয়ানি মৌলিক এক্তিয়ারঃ ২০১৮ সালের ৯০৪ নং রিট পিটিশন (দেওয়ানি)।

ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে।

সুশ্রী পিঙ্কি আনন্দ, এএসজি, জয়দীপ গুপ্ত, প্রবীণ আইনজীবী. গোপাল শঙ্করনারায়ণন, সুশ্রী ঊষা নন্দিনী. ভি, সুশ্রী বিনা মাধবন, টম জোসেফ, সুশ্রী সৌদামিনী শর্মা, মিসেস কীর্তি দুয়া, জি প্রকাশ, জিষ্ণু এম.এল, সুশ্রী প্রিয়াঙ্কা প্রকাশ, সুশ্রী বেনা প্রকাশ, এম. টি. জর্জ, অনিল প্রতাপ, 'আইনজীবী, উপস্থিত দলগুলির জন্য।

'আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল।

দিপাক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি ১: একজন লেখক বা লেখক, মতপ্রকাশের একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়ার সময়, তা সে উপন্যাস হোক বা উপন্যাস, মহাকাব্য বা কবিতার সংকলন, নাটক বা প্লেলেট, ছোট গল্প বা দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ বা বর্ণনার বিবৃতি বা অন্য কোনও রূপ, তার স্বাধীনতা পুরোপুরি প্রয়োগ করার অধিকার রাখে, যদি না এটি সাংবিধানিকভাবে বৈধ এমন কোনও নির্ধারিত শব্দের অনুপযুক্ত হয়। কারণ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি সভ্য সমাজের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এটি এটিকে তার হৃদয়ের কাছাকাছি রাখে এবং উক্ত স্বাধীনতায় সামান্যতম অবতলতা তৈরি করার জন্য নেওয়া যে কোনও পদক্ষেপকে ঘৃণ্যভাবে দেখে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমরা এই রিট পিটিশনে রয়েছি, যা সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে পছন্দ করা হয়েছে, যা সৃজনশীলতা এবং এর প্রভাব নিয়ে কাজ করে এবং ভিত্তির উপর একটি বই নিষিদ্ধ করার প্রার্থনা বিবেচনা করে যে এর একটি অংশ অশালীন এবং একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মহিলাদের অনুভূতিতে আঘাত করে। এই কথা বলার পর, আমরা সৃজনশীলতার গুরুত্ব এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে দুটি কর্তৃপক্ষের কথা উল্লেখ করতে চাই এবং কীভাবে বাস্তববাদী বাস্তববাদের নীতি উক্ত সৃজনশীল স্বাধীনতাকে সভ্যতা হিসেবে নিশ্চিত করে, নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল সভ্যতা, এর উচ্চারিত সুরক্ষা, পুষ্টি এবং ক্রমাগত লালন-পালনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং আগ্রহী হয়।

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন ।দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি। ৭

এটি এমন কারণ যে কোনও লেখকের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার হ্রাস করা গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।

২) দেবীদাস রামচন্দ্র তুলজাপুরকর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যরা[১] 'মামলায়, "কাব্যিক অনুমতিপত্র" শব্দের অর্থ নিয়ে আদালত মন্তব্য করেছেঃ-

এর অর্থ কখনই দূরবর্তীভাবে আইনের ভাষায় ব্যবহৃত বা বোঝা যায় এমন একটি অনুমতিপত্রকে বোঝাতে পারে না। এমন কোনও কর্তৃপক্ষ নেই যে একজন কবিকে অনুমতি দেয়। এগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রের শব্দ। কবি তার নিজের স্বাধীনতা গ্রহণ করে যা কবিতার মৌলিক ধারণা দ্বারা তার জন্য অনুমোদিত। তিনি বাস্তবতা থেকে সরে যেতে পারেন; ব্যাকরণ থেকে দূরে সরে যান; নিয়মতান্ত্রিক মিটার অনুসরণ না করে গৌরবে হাঁটতে পারেন; নিজের ইচ্ছায় মুদ্রা শব্দ; চিন্তা বা বৈশিষ্ট্যের অর্থ প্রকাশ করার জন্য প্রাচীন শব্দ ব্যবহার করুন; পৌরাণিক কাহিনীগুলির বাইরে ধারণাগুলি লুকিয়ে রাখুন যা একেবারেই অবাস্তব হতে পারে; সম্পূর্ণরূপে এমন একটি পথ তৈরি করুন যেখানে ছড়া বা ছন্দ উভয়ই বিরাজ করতে পারে না; ব্যঙ্গাত্মক, ইফেরিজম, কুখ্যাত প্রতিবেদনগুলিতে গুরুতর ধারণাগুলি রাখতে পারে; উপমা, রূপক, নিজের শৈলীতে উপমা, তুলনা করুন যেমন "প্রতিদিন খাওয়া স্যান্ডউইচ সহ জীবন" বা "জীবন একটি পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো" বা "সমাজ একটি স্টুয়ের মতো"; এমন ধারণাগুলি সংজ্ঞায়িত করুন যা আকাশে কখনও বেলুন করতে পারে না; তার নিজের কল্পনাতে যুক্তি হিংসা সৃষ্টি করুন; রূপকতার ক্ষেত্রে পালিয়ে যান; সর্বজনীন চোখে সাদৃশ্যের জন্য মগ্ন হন, এবং নিজের বোঝার জন্য একটি সমালোচনামূলক পদ্ধতিতে কেউ করতে পারেন না।

হ্যামলেটিয়ান প্রশ্নের অনেক স্তর রয়েছে; প্রতিটি 'অর্থ' প্রদান করতে স্বাধীন; তা সে ঐতিহ্যগত হোক বা আধুনিক বা স্বতন্ত্রবাদী। কোনও নাট্যকার বা কবি বা লেখককে স্বাধীনভাবে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে কেউ থামাতে পারে না, এবং একইভাবে সমালোচকদের তাদের 'মন্তব্য দেওয়ার জন্য কেউ থামাতে পারে না, যার মূল্য যাই হোক না কেন, কেউ ধ্রুপদী দিকগুলিতে মনোনিবেশ করতে পারে এবং কেউ রূপক স্তরে চিন্তা করতে পারে বা রোম্যান্টিসিজমের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে যা কিটস, বায়রন বা শেলির কবিতায় বোঝা যায় বা কেউ প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে পারে এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো কবিতা লিখতে পারে যার কবিতা, কিছু বলুন, শিক্ষামূলক।

"(২০১৫) ৬ এস সি সি ১

কেউ আলেকজান্ডার পোপ বা ড্রাইডেনের মতো রচনা করার সাহস করতে পারে অথবা এজরা পাউন্ড, টি.এস. এলিয়ট বা পাবলো নেরুদার মতো ব্যক্তিগত আধুনিকতাবাদে প্রবেশ করতে পারে। কাব্যিক লাইসেন্স বলতে মূলত এটাই বোঝায়।"

৩) রাজ কাপুর এবং অন্যান্যরা বনাম রাজ্য এবং অন্যান্যরা[২], কৃষ্ণ লায়ার, বিচারপতি, নিজের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে, ছবিটির প্রযোজনার জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শুরু করা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার সময়, যথা, সাত্যাম, শিবম, সুন্দরম, পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ-

"১২... আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে, আইন বলতে বোঝায়, "করতে বা না করার আদেশ", অবশ্যই সমাজের সাংস্কৃতিক রীতিনীতির প্রতিফলন হতে হবে, রাষ্ট্রের নান্দনিক প্রকাশ বা শৈল্পিক সৃষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ নয়। এখানে আমরা ধর্মের উচ্চতর আইনশাস্ত্রীয় মূল্য উপলব্ধি করব, যা নৈতিকতার টেকসই অনুভূতি, সঠিক আচরণ, সমাজের আলোকিত ঐক্যমত্য এবং অস্টিনীয় অর্থে ইতিবাচক আইনের বিপরীতে বোনা নিয়মের বন্ধন শক্তির একটি সুন্দর মিশ্রণ, আইন প্রণয়নের চারপাশে একটি অসাধারণ আলো এবং বন্ধ্যা স্বায়ত্তশাসন সৃজনশীল অন্বেষণের জন্য ফলপ্রসূ ক্ষেত্র। কিন্তু আইন এবং আদালত দ্বারা পরিমাপ করা নীতিমালা মৌলিক স্বাধীনতার উপর লক্ষণীয় প্রভাব ফেলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, এবং আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় মূল নীতি হল মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং 'জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা'র সীমার সাথে এর যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ। এখানে, সামাজিক গতিবিদ্যা 'পুলিশিং' শিল্প ফর্মের প্রদেশে আইনি গতিশীলতাকে নির্দেশ করে।

[জোর দেওয়া হয়েছে]

৪) বিজ্ঞ বিচারক আরও বলেছিলেনঃ ~

১৫) বাস্তবতা এবং আপেক্ষিকতার মধ্যে সম্পর্ক অবশ্যই আদালতের অশ্লীলতার মূল্যায়নকে তাড়া করবে, যা সমাজের বিস্তৃত মানবতার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, আইনের শাস্তিমূলক নির্দেশাবলীতে নয়। সমাজ বিজ্ঞানীরা এবং আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে একমত হবেন যে মানুষ একা থাকে না রহস্যময় ঝাঁকুনিতে, সন্ন্যাসী মন্ত্র এবং কঠোর অবজ্ঞার দ্বারা, কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতি মধুর ভালবাসা, সাহচর্যের কামুক আনন্দ এবং মাংসের স্বাভাবিক দাবিগুলি অস্বীকার না করার মাধ্যমে। চরমতা এবং বাড়াবাড়ি বুমেরাং, যদিও কিছু পাগল শিল্পী এবং চলচ্চিত্র পরিচালক অস্কার ওয়াইল্ডের পর্যবেক্ষণ অনুশীলন করেন: 'সংযম একটি মারাত্মক জিনিস। অতিরিক্তের মতো কিছুই সফল হয় না'।

১৬) এই সমস্ত কিছু থেকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, চূড়ান্ততা এবং অভ্রান্ততা আদালতের আওতায় নেই, কারণ আদালতকে রোমান্টিক আদর্শবাদ বা নির্জন চরমপন্থার পরিবর্তে বাস্তববাদী বাস্তববাদের মাধ্যমে আইন ব্যাখ্যা এবং পরিচালনা করতে হবে।

---

২. (১৯৮০) ১ এস সি সি ৪৩

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন ।দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি। ৯

।জোর দেওয়া হয়েছে।

৫) আমরা শুরুতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করেছি যে, আমরা "বাস্তববাদী বাস্তববাদ"-এর উপর ভিত্তি করে বিচার করতে চাই। 'যখন আমরা "বাস্তববাদী বাস্তববাদ" বলি, তখন এটি সৃজনশীলতার প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে, কারণ সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে পছন্দ করা বর্তমান রিট পিটিশনটি উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করার জন্য একটি উপযুক্ত রিট জারি করতে চায়, যার নাম, "মীশা" যার অর্থ গোঁফ, যা কেরালার কোজিখোদ থেকে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় মালয়ালম সাপ্তাহিক, "মাতৃভূমি"-তে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সারা দেশে এবং বিদেশে প্রচারিত হয়েছিল।

৬) আবেদনকারীর মতে, উক্ত সাহিত্যকর্মটি মন্দিরে যাওয়া মহিলাদের জন্য অপমানজনক এবং অবমাননাকর এবং এটি একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস/সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত করে। আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে 'মাতৃভূমি'-তে প্রকাশিত 'মীশা' বইয়ের অংশে মন্দিরে যাওয়া মহিলাদের খারাপভাবে দেখানো হয়েছে এবং এটি সম্প্রদায়ের উপর বিরক্তিকর প্রভাব ফেলে।

৭) এটি যুক্তি দেয় যে 'মাতৃভূমি'-র সম্পাদক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'মীশা' বইয়ের অংশটি সম্পাদনা বা যাচাই-বাছাই না করে তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তিনি এককভাবে নারী সম্প্রদায়ের বৈধ স্বার্থ রক্ষার জন্য এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। আবেদনকারী বলেন যে 'মাতৃভূমি'-তে প্রকাশিত এই ধরনের লেখাগুলি মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রকাশ নয়, বরং সমাজকে বিভক্ত করার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, কারণ এই ধরনের অভিযোগ মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক এবং সমাজের কাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলেছে যা নিজের মধ্যে বহুত্ববাদী সম্প্রদায়, ধর্ম এবং লিঙ্গ ভারসাম্যের গুণাবলী ধারণ করে। আবেদনকারী বলেন যে, বিকৃত ও সাম্প্রদায়িক মনের চাহিদা মেটানো মানহানিকর ও অবমাননাকর প্রকাশনাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত কারণ এগুলি সাধারণ জনগণকে 'নারী সম্প্রদায়কে নিছক যৌন ও বস্তুগত বস্তু হিসাবে দেখতে প্ররোচিত করার প্রবণতা রাখে, যা ফলস্বরূপ, নারী সম্প্রদায়কে তাদের মৌলিক অধিকার অস্বীকার করে এবং তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণকেও বিপন্ন করে।

৮) আবেদনকারী আরও অভিযোগ করেছেন যে 'মাতৃভূমি'-তে উপস্থিত অভিযুক্ত 'অপরাধমূলক' উপাদানগুলি উপাসনালয়গুলিকে অশুচি করে এবং জনসাধারণকে অবজ্ঞা ও উপহাসের সাথে তাদের অবজ্ঞা করে, যেখানে দেহ ও মনের বিশুদ্ধতার সাথে মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের পূজা করা হিন্দু ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৯) এটি অনুরোধ করা হয় যে 'মাতৃভূমি'-র উক্ত প্রকাশনায় জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতাকে বিঘ্নিত করার প্রবণতা এবং প্রবণতা এবং এটি নারী সম্প্রদায়কে বদনাম করে, যার সবকটিই রাষ্ট্রের পক্ষে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের উপর ১৯ (২) অনুচ্ছেদের অধীনে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করার ভিত্তি। তাঁর অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য, আবেদনকারী বলেছেন যে অপরাধমূলক উপাদান প্রকাশের পরে, মন্দিরগুলিতে যাওয়া মহিলারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উপহাস ও বিব্রত হওয়ার শিকার হন এবং এই জাতীয় উদাহরণগুলি মহিলাদের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়নের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

১০) আবেদনকারী আরও বলেছেন যে, যদি এই ধরনের সাহিত্যকর্ম 'স্নট' করা হয়, তাহলে এটি আমাদের দেশে 'চার্লি হেবডো' ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এবং তাই, এই আদালতের পক্ষে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উভয় প্ল্যাটফর্মে যারা নিয়ন্ত্রণ/পরিচালনা/প্রকাশ করে, তাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে ব্যাহত করতে পারে এমন অসংবেদনশীল, অপরাধমূলক এবং মানহানিকর নিবন্ধ প্রকাশ করা থেকে নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

১১) উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী এই আদালতের কাছে অনুরোধ করেছেন যে, বিবাদী নং ১, ভারত ইউনিয়ন, বিবাদী নং ২, কেরালা রাজ্য এবং বিবাদী নং ৪, 'মাতৃভূমি' সাপ্তাহিকের প্রধান সম্পাদকের কাছে ১১.০৭.২০১৮ তারিখের 'মাতৃভূমি' সাপ্তাহিক খণ্ড-২ এর সমস্ত কপি অনুসন্ধান এবং জব্দ করার জন্য একটি ম্যান্ডামাস রিট বা অন্য কোনও রিট/নির্দেশনা জারি করুন, যাতে সমস্ত রাজ্য থেকে 'মাতৃভূমি' সাপ্তাহিক খণ্ড-২ এর সমস্ত কপি জব্দ করা হয় এবং/অথবা নিষেধাজ্ঞার রিট বা অন্য কোনও নির্দেশ জারি করা হয় যাতে বই আকারে বা ইন্টারনেট সহ অন্য কোনও আকারে 'মীশা' শিরোনামের উপন্যাসের আর কোনও প্রকাশনা/প্রচার বন্ধ করা যায়। আবেদনকারী এই আদেশের প্রকৃতিতে বা অন্য কোনওভাবে নয়াদিল্লির তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রনালয়কে এমন নির্দেশিকা তৈরি করার জন্য অনুরোধ করেছেন যাতে সমাজের অখণ্ডতা এবং মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায়।

১২) এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যখন রিট পিটিশনটি ০২.০৮.২০১৮-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, তখন এই আদালত বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে একই তারিখে একটি আদেশ পাস করা উপযুক্ত বলে মনে করেছিল যা নিম্নরূপঃ-

"শ্রী এম. টি. জর্জ, বিজ্ঞ আইনজীবী পাঁচ দিনের মধ্যে ফাইল করবেন, তাই বইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু এবং তিনটি অধ্যায়, যা একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, যথা, মাতৃভূমি।"

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন [দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি] ১১

১৩) এই আদালতের পূর্বোক্ত আদেশ অনুসারে, 'মাতৃভূমি'-র প্রধান সম্পাদকের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী এম. টি. জর্জ, এখানে ৪ নং উত্তরদাতা, উপন্যাসের তিনটি অধ্যায়ের ইংরেজি অনুবাদ সহ 'মীশা' বইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর অনুবাদিত অনুলিপি দাখিল করেছেন।

১৪) মীশা'-র কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর একটি পর্যালোচনায় জানা যায় যে বইটি এমন একটি বর্ণনা যা ১৯ শতকের দিকে ফিরে যায় এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রসারিত হয় যেখানে ভাভাচান ওরফে মীশা (গোঁফ), পাভিয়াম, চেল্লা এবং সীতা এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। ভাভাচান পাভিয়াম এবং চেল্লার ছয় সন্তানের মধ্যে একজন এবং তাদের পরিবার কৃষিকাজে নিয়োজিত। উপন্যাসটি শুরু হয় তরুণ ভাভাচানকে তার বাবার সাথে পশুখাদ্য ঘাস সংগ্রহের জন্য নৌকায় ভ্রমণ করার মাধ্যমে। পথে, পাভিয়াম একটি পুলায়া (খামার) থেকে একগুচ্ছ কাঁচা কলা চুরি করার চেষ্টা করে কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় পরিবারের এক যুবতী মহিলা, যার নাম সীতা। অল্প বয়সে বাভাচান হতবাক হয়ে যায় এবং হতবাক হয়ে যায় যখন সে সীতার অর্ধ-নগ্ন দেহটি দেখে। এই সাক্ষাতের পরে, একটি ঝড় আঘাত করে এবং পাভিয়াম, বাবা, তার ছেলে বাভাচানের সাথে তাদের পথ হারিয়ে ফেলে। ঝড় কমে যাওয়ার পরে এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে, বাভাচান দু 'জন লোকের মুখোমুখি হয় যারা তাকে বলে যে পৃথিবী' একটি বড় যুদ্ধের সাক্ষী হতে চলেছে এবং তারা দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে মালয় (শহর) যাচ্ছিল। যদিও বাভাচান মালয়ের ধারণার সাথে জড়িয়ে পড়ে। তার অবস্থান সম্পর্কে তার কোনও ধারণা ছিল না।

১৫) বর্ণনাটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ভাভাচান তার পরিবার সহ অবিরাম ক্ষুধার মধ্যে বসবাস করতেন। একদিন মালাবার থেকে একটি থিয়েটার গ্রুপ তাদের গ্রামে আসে। থিয়েটার গ্রুপের মালিকের একজন পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য বড় এবং হিংস্র গোঁফ সহ একজন অভিনেতার প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামে এমন কেউ ছিল না যে বড় গোঁফ পরেছিল কারণ এটি বিশেষত নিম্ন বর্ণের মধ্যে অবজ্ঞার কাজ হিসাবে বিবেচিত হত। থিয়েটার গ্রুপের মালিক ভাভাচানের সাথে দেখা করেন যিনি জীবনে কখনও মুণ্ডন করেননি এবং ঘন চুল এবং দাড়ি পরেছিলেন। মালিক 'ভাভাচানকে একটি মুণ্ডন চিকিত্সা দিয়েছিলেন, অর্থাৎ, তিনি তার মাথা মুণ্ডন করেছিলেন কিন্তু একটি হিংস্র গোঁফ (মীশা) থাকতে দিয়েছিলেন। তারপরে,' ভাভাচানকে মঞ্চে রাখা হয়েছিল যেখানে তাকে কেবল দু 'বার চিৎকার করতে হয়-' দা '(আপনি)

১৬) এর প্রতিক্রিয়ায়, লোকেরা ভয় পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় এবং ভাভাচনের গোঁফ, যা তিনি শোয়ের পরেও মুণ্ডন করতে অস্বীকার করেছিলেন, একটি কুখ্যাত কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। উচ্চবর্ণের লোকেরা যারা ভাভাচনের গোঁফকে অসন্তুষ্ট করেছিল তারা তাকে সব ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী করেছিল, যদিও সে নির্দোষ ছিল এবং কেবল মালয় গিয়ে সীতা নামক মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, যে তাকে ছোটবেলায় মুগ্ধ করেছিল এবং যাকে সে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখেনি।

১৭) দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার সময়কালে, ভাভাচান তাঁর পরে সশস্ত্র লোকদের নিয়ে তাঁর গ্রাম থেকে পালিয়ে যান এবং কুট্টানাদনের ক্ষেতে লুকিয়ে পড়েন যেখানে গোলকধাঁধা খাল এবং জলাভূমিগুলি কেবল চাষের মরশুমে মানুষের উপস্থিতি দেখেছিল। ধীরে ধীরে, সময়ের সাথে সাথে, ভাভাচান কুট্টানাদান পরিবেশে নিমজ্জিত হন যেখানে তিনি মানুষের মধ্যে নিহিত পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তি, লোককাহিনী এবং কুসংস্কারের মুখোমুখি হন।

১৮) ভাভাচানের বাবা-মা পাভিয়াম এবং চেল্লা তাকে না দেখেই মারা যায়। কিন্তু চেল্লার মৃত্যুর পর সে তার নিজের গ্রামে ফিরে আসে এবং 'কালান থেকে একটি বই নিয়ে দূরে চলে যায় এবং এটি পুরোপুরি পড়ে। (মিশা) ভাভাচান ওরফে গোঁফের গল্পগুলি এই অঞ্চলের উপ-চেতনায় খোদাই হয়ে যায়। গোঁফ নিজেই অতি প্রাকৃতিক শক্তির কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। বাড়িওয়ালারা এবং সরকার ভয় পায় যে মীশার ক্রিয়াকলাপ কুট্টানাদানে কৃষিকাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে এবং তিনি মীশার সাথে মোকাবিলা করার জন্য থানু লিঙ্গ নাদার নামে একজন কিংবদন্তি উপ-পরিদর্শককে মোতায়েন করবেন। তবে, সেই সময়ে, কুট্টাদানান একটি বন্যা এবং নাদুগারের রহস্যজনক মৃত্যু দেখেছিল।

পরবর্তীকালে, মিশা কারুমথারা ইট্টিচান নামে এক স্থানীয় শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে সংঘর্ষ বন্ধ করে দেয় এবং গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ইট্টিচানের সাথে লড়াইয়ে মিশা নিহত হয়েছে।

১৯) কিন্তু মীশা উত্তর কুট্টানাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান কুমারকোমে পৌঁছেছিল, যেখানে ব্রেনেন সাইপ (সাহেব) নামে এক ইংরেজ কুট্টানাদনের ক্ষেত থেকে জল পাম্প করার জন্য একটি মেশিন স্থাপন করেছিল, মেশিনের রহস্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করে, ব্রেনেন সাহেব মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেন। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী আভারাচন, মীশার সহায়তায় রহস্যটি চুরি করতে সক্ষম হন। মীশা বেকার সাইপের সহায়ক হিসাবে কাজ করেন যার বিশাল জমি রয়েছে এবং এই অঞ্চলে মিশনারি কাজও করেন। সেখানে মীশা ওসেফ নামে এক মৎস্যজীবীর সাথে বন্ধুত্ব করেন, যিনি বাকের সাইপের বাবার কাছ থেকে একজন মালয়ালি মহিলার কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২০) বাকের সাইয়িপ একজন সুপরিচিত কুমির শিকারী যিনি ভেম্বানাড় হ্রদে কুমির বিলুপ্তির কারণ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তবে, শেষ কুমিরটি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাকেরের পরে। শেষ পর্যন্ত, এটি মিশা যিনি কুমিরকে জয় করেন এবং মিশার এই কৃতিত্বের কারণে, বাকের সাইয়িপ তার বেটে নোয়ার হয়ে যায়। যখন মিশা বুঝতে পারে যে বাকের তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন সে ওসেফ সহ সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন ।দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি। ১৩

২১) এরপরে, মীশা কুট্টাথি নামে এক পতিতার সাথে দেখা করে, যে মীশার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনেছিল। হ্রদ এলাকার মালিকের ছেলে কুঞ্জাচান কুট্টাথিকে বিরক্ত করে এবং তার জন্য একটি বড় উপদ্রব। মীশা কুঞ্জাচানকেও তিরস্কার করে। বিনিময়ে, কুট্টাথি, একজন নারায়ণনের সহায়তায়, যিনি গোঁফও পরেছেন, মীশাকে তার শৈশবের ভালোবাসা সীতাকে খুঁজে পেতে সহায়তা করে। মীশা সীতাকে কট্টা পুলবন নামে এক ডাকাতের কাছ থেকে বাঁচায়। এরপরে, মীশা সীতাকে তার সাথে যেতে বলে, কিন্তু সীতা 'অনিচ্ছুক এবং মীশার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে অস্বীকার করে'।

২২) এইভাবে, ভবচন ওরফে মীশা, যিনি জীবনে সবাইকে পরাজিত করতে সক্ষম, শেষ পর্যন্ত একজন মহিলার কাছে পরাজিত হন।

২৩) বর্তমানে, আমরা "মীশা" বইয়ের সংলাপটি উল্লেখ করতে এবং উদ্ধৃত করতে পারি যা আবেদনকারীকে তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনে এই আদালতে যেতে প্ররোচিত করেছে। সংলাপের ইংরেজি অনুবাদটি শ্রী এম. টি. জর্জের জমা দেওয়া তিনটি অধ্যায়ের অনুবাদিত অনুলিপির ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় উপস্থিত হয়, যিনি সাপ্তাহিক "মাতৃভূমি"-র প্রধান সম্পাদক ৪ নং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এটি এইভাবে পড়েঃ-

"কেন এই মেয়েরা মন্দিরে যাওয়ার সময় স্নান করে এবং তাদের সেরা পোশাক পরে?" একজন বন্ধু যিনি ছয় মাস আগে পর্যন্ত সকালের পদচারণায় যোগ দিতেন একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

"প্রার্থনা করতে", আমি বলেছিলাম।

"না", সে বলে। "সাবধানে দেখুন, প্রার্থনা করার জন্য কেন তাদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরতে হবে? তারা অচেতনভাবে ঘোষণা করছে যে তারা যৌনতায় প্রবেশ করতে প্রস্তুত", সে বলে। আমি হেসেছি।

"অন্যথায়", তিনি আরও বলেন, "কেন তারা মাসে চার বা পাঁচ দিন মন্দিরে আসে না? তারা মানুষকে জানাচ্ছে যে তারা এর জন্য প্রস্তুত নয়। বিশেষ করে, মন্দিরে থাকা সেই থিরুমিনিদের (ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের) জানাচ্ছে। তারা কি অতীতে এই বিষয়গুলিতে কর্ত্তা ছিল না?"

২৪) যে প্রাথমিক বিষয়টি বিবেচনার জন্য উঠে আসে তা হল 'মীশা' বইয়ের উপরোক্ত অংশটি, যা আবেদনকারী মহিলা সম্প্রদায়ের জন্য অবমাননাকর বলে দাবি করেছেন, তা কি এত বড় একটি বিচ্যুতি, যার জন্য এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন এই ভিত্তিতে যে এতে জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা বিঘ্নিত করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি মহিলা সম্প্রদায়কে বদনাম করে কিনা, এবং তাই সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদের অধীনে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপের আহ্বান জানায়,

২৫) এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য, আমাদের শিল্প ও সাহিত্যের মূল ধারণা এবং শৈল্পিক প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত উদারতাবাদের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সাহিত্য বিভিন্ন উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতার প্রতীক। কেউ কখনই ভুলে যাবে না যে যখন সৃজনশীলতাকে দমন করা হয় না, তখনই এটি সমাজকে মুক্ত মনের চিন্তাভাবনা এবং ধারণা গ্রহণ করতে সক্ষম করে।

২৬) সাহিত্য পাঠকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে তখনই কাজ করতে পারে যখন সৃজনশীলতা দমবন্ধ বা দমবন্ধ না হয়। সৃজনশীলতার প্রবাহের মুক্ত প্রবাহ কোনও সীমা জানে না এবং কল্পনা কোনও সীমা রাখে না। একজন লেখক বা শিল্পী বা সৃজনশীল ক্ষেত্রের যে কোনও ব্যক্তিকে তার চিন্তাভাবনা এবং গুজবকে বাধা দিতে পারে এমন শিকল থেকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে হয়। লেখকরা তাদের মতামত এবং কল্পনা প্রকাশ করার স্বাধীনতা রাখেন এবং পাঠকরাও তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি এবং কল্পনা করার স্বাধীনতা উপভোগ করেন। কল্পনা ছাড়া, চিন্তা প্রক্রিয়াটি শর্তযুক্ত।

২৭) সৃজনশীল কণ্ঠস্বরকে দমন বা নীরব করা যায় না এবং বুদ্ধিবৃত্তিক "স্বাধীনতা" কে ধ্বংস করা যায় না। বাকস্বাধীনতা, অভিব্যক্তি, সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তিকে বাধা দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ এটি সাহিত্য স্বাধীনতার বুদ্ধিবৃত্তিক নিপীড়নের অবস্থার দিকে পরিচালিত করে যার ফলে মুক্ত চিন্তাভাবনা এবং মানুষের মনের উর্বর ক্ষমতাগুলি অবরুদ্ধ হয় এবং অবশেষে সাহিত্যিক নিষ্ঠুরতার পথ প্রশস্ত করে। ধারণাগুলির ডানা থাকে। যদি ধারণা এবং কল্পনার মুক্ত প্রবাহের ডানা কেটে দেওয়া হয় তবে কোনও শিল্পকর্ম তৈরি করা যায় না। বই নিষিদ্ধ করার সংস্কৃতি সরাসরি ধারণার মুক্ত প্রবাহকে প্রভাবিত করে এবং এটি বাকস্বাধীনতা, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অপমান। যে কোনও সম্প্রদায়ের জন্য অবমাননাকর বা অবমাননাকর অশ্লীলতার জন্য কোনও সরাসরি বা আবৃত সেন্সরশিপ বা বই নিষিদ্ধকরণ, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অস্থিরতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার জন্য আরও বিপদ সৃষ্টি করবে যার ফলে "বুদ্ধিবৃত্তিক কাপুরুষতা" ঘটবে যা একজন লেখকের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করা হয়, কারণ এটি লেখকের স্বাধীন চেতনাকে ধ্বংস করে দেয়। এটি অসন্তোষের শীতল শীতকে আমন্ত্রণ জানাবে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা সর্বগ্রাসী শাসনে বাস করি না, বরং একটি গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি যা মুক্ত ধারণা বিনিময় এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অনুমতি দেয়। বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের পবিত্র নীতিগুলিকে রক্ষা করে অথবা বিচারপতি লুই ব্র্যান্ডেইসের কথাগুলো ধার করে বলতে গেলে, "আপনার ইচ্ছামতো চিন্তা করার এবং আপনার চিন্তাভাবনা মতো কথা বলার স্বাধীনতা" এবং লেখক, লেখক, শিল্পী এবং সৃজনশীল ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের অবাধ সৃজনশীল চেতনা এবং কল্পনাকে রক্ষা করেই আমরা আমাদের সাংবিধানিক আদর্শের মৌলিক নীতিগুলি সংরক্ষণ করতে পারি এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে পরিপক্ক হতে পারি যেখানে পড়ার এবং লেখার স্বাধীনতা মূল্যবান এবং লালিত হয়।

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন ।দীপক মিশ্রা. ভারতের প্রধান বিচারপতি। ১৫

২৮) উপরোক্ত বিষয়গুলি সাহিত্য ও শিল্পের পাঠক ও অনুরাগীদের কাছে পরিপক্কতা, মানবতা ও সহনশীলতার অলিখিত নিয়মাবলীর প্রতি নির্দিষ্ট মাত্রায় আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে যাতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সর্বোচ্চ শাসন করে এবং কোনওভাবেই বাধা না পায়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আদর্শের পতাকা যে কোনও মূল্যে উঁচুতে উড়িয়ে রাখতে হবে এবং বিচার বিভাগকে সর্বদা এই চেতনার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে যদি না তারা প্রকৃতপক্ষে এবং আমরা বলতে চাইছি, শব্দের প্রকৃত অর্থে, আইনে যা নিষিদ্ধ তার পরিপন্থী না হয়। এবং, জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে কারোর কল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গি বা উপলব্ধিতে নিষেধাজ্ঞার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

২৯) সমরেশ বসু এবং আরেকজন বনাম অমল মিত্র এবং আরেকজন[৩] 'তে, এই আদালতের সামনে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তা হল অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারার অধীনে কোনও অপরাধ করেছেন কিনা। উক্ত মামলায়, একজন লেখক' প্রজাপতি 'শিরোনামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন যা' সরোদিয়া দেশ '-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বিচার আদালতের সামনে যুক্তি ছিল যে উপন্যাসটি অশ্লীল ছিল এবং উভয় অভিযুক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ লেখক এবং প্রকাশক একই জিনিস বিক্রি, বিতরণ, মুদ্রণ এবং প্রদর্শন করেছিলেন। বিচারের মুখোমুখি অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। হাইকোর্ট তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল। এই আদালত, যে কোনও বই, গল্প বা নিবন্ধে অশ্লীলতার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সময় মতামত দিয়েছেঃ-

"২৯... আদালতের সিদ্ধান্ত অবশ্যই সামগ্রিকভাবে বই বা গল্প বা নিবন্ধের একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের উপর হতে হবে এবং বই, গল্প বা নিবন্ধে অভিযোগ করা অংশগুলির বিশেষ উল্লেখ সহ। আদালতকে অবশ্যই পুরো কাজের প্রেক্ষাপটে অশ্লীল বলে অভিযোগ করা বিষয়টির একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে, তবে অশ্লীল হিসাবে অভিযুক্ত বিষয়টি অবশ্যই নিজের দ্বারা এবং আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে যাতে এটি এত স্থূল এবং এর অশ্লীলতা এতটাই স্পষ্ট হয় যে এটি সম্ভবত সেই ব্যক্তিদের কলুষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে যাদের মন এই ধরনের প্রভাবের জন্য উন্মুক্ত এবং যাদের হাতে বইটি পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও আদালতকে অবশ্যই খোলা মনে প্রশ্নটি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করতে হবে, তবুও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিষয়টির শুনানি করা বিচারকের বিষয়গত মনোভাব প্রভাব ফেলতে পারে, যদিও অচেতনভাবে,

---

৩. (১৯৮৫) ৪ এস. সি. সি ২৮৯

প্রশ্নটির উপর তার মন এবং তার সিদ্ধান্ত। একজন বিশুদ্ধ এবং বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারক যে কোনও বই বা গল্প বা নিবন্ধের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের ভিত্তিতে এটিকে অশ্লীল বলে বিবেচনা করতে পারেন। এটি সম্ভব যে ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির অন্য কোনও বিচারক একই বইটির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই বইটিকে অশ্লীল বলে বিবেচনা করবেন না। অশ্লীলতার ধারণাটি এমন লোকদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ব্যাপকভাবে তৈরি করা হয়েছে যাদের কাছ থেকে সাধারণত বইটি পড়ার আশা করা হয়। এটা বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে, বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক সমাজের নৈতিকতার মানের উপর নির্ভর করে অশ্লীলতার ধারণা সাধারণত দেশভেদে ভিন্ন হয়। আমাদের মতে, অশ্লীলতার প্রশ্ন বিচার করার সময় বিচারকের প্রথমে নিজেকে লেখকের অবস্থানে রাখার চেষ্টা করা উচিত এবং লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারককে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত যে লেখক কী বোঝাতে চান এবং লেখক যা বোঝাতে চান তার কোনও সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মূল্য আছে কিনা। এরপর বিচারকের উচিত নিজেকে প্রতিটি বয়সের পাঠকের পদে স্থাপন করা, যার হাতে বইটি পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পাঠকের মনে বইটি কী ধরনের সম্ভাব্য প্রভাব ফেলতে পারে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত।

'আদালত, উপন্যাসের গল্পটি আরও বিশ্লেষণ করে, প্রকাশ করেছেঃ-

"৩৫.... যদি আমরা পাঠকদের অবস্থানে থাকি, যাদের এই বইটি পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে- এবং আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এই শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে সম্ভবত উভয় লিঙ্গের এবং কিশোর এবং বয়স্কদের মধ্যে সমস্ত বয়সের পাঠক থাকবে-আমরা মনে করি যে একটি শ্রেণী হিসাবে পাঠকরা হতবাক ও ঘৃণার অনুভূতি নিয়ে বইটি পড়বেন, এবং আমরা মনে করি না যে এই বইটি পড়ার পরে কোনও পাঠক কলুষিত, অবনত এবং যৌনতার প্রতি উৎসাহিত হয়ে উঠবেন। এটা খুব সম্ভব যে তারা জীবনে এই ধরনের চরিত্র এবং এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং তাদের মুখোমুখি হয় বা জীবনে তাদের মুখোমুখি হতে হয়। অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে বিবেচনা করে এবং উপন্যাসটির একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের বিচারিক মনকে যত্ন সহকারে প্রয়োগ করার পরে আমরা মনে করি না যে কোনও আশ্বাসের সাথে এটি বলা যেতে পারে যে উপন্যাসটি অশ্লীল কারণ কেবলমাত্র অপভাষা এবং অপ্রচলিত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে বইটিতে যেখানে যৌনতা এবং মহিলা দেহের বর্ণনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং ক্রিয়াকলাপগুলি অশ্লীল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বইটির কিছু অংশ অশ্লীল বলে মনে হতে পারে এবং সংস্কৃতিবান ও পরিশীলিত রুচির পাঠকরা হতবাক ও বিরক্ত বোধ করতে পারেন।

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন [দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি] ১৭

একইভাবে কিছু অংশে ব্যবহৃত শব্দ এবং দেওয়া বর্ণনা সঠিক স্বাদের বলে মনে নাও হতে পারে। কিছু জায়গায় খারাপ স্বাদের একটি প্রদর্শনী হতে পারে যা অভিজ্ঞতা এবং পরিপক্কতার পাঠকদের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমান করার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে তবে অবশ্যই কিশোর-কিশোরীদের কাছে এমন কোনও পরামর্শ ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট নয় যা অবমাননাকর বা কামুক।

৩০) এই প্রসঙ্গে, আমরা ববি আর্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং অন্যান্যরা বনাম ওম পাল সিং হুন এবং অন্যান্যরা[৪], যা জনপ্রিয়ভাবে "ব্যান্ডিট কুইন মামলা" নামে পরিচিত, রায়কে লাভের সাথে উল্লেখ করতে পারি। আদালত কাহিনীটি বিশ্লেষণ করেছে, কন্যা সন্তানের দ্বারা অবমাননা, তার দ্বারা যন্ত্রণা এবং অবশেষে, নির্দোষ মহিলা ভয়ঙ্কর ডাকাত হয়ে উঠেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে যে গল্পটির প্রশংসা করার জন্য চিত্রিত ব্যক্তির চরিত্রটি দেখতে হবে। সেই প্রসঙ্গে আদালত বলেছিলঃ-

২৭) প্রথমত, যে দৃশ্যে তাকে অপমান করা হয়, নগ্ন করা হয়, কুচকাওয়াজ করা হয়, কূপ থেকে জল টানতে বাধ্য করা হয়, শত শত লোকের বৃত্তের মধ্যে। তার স্তন এবং যৌনাঙ্গের এক্সপোজার সেই পুরুষদের কাছে করা হয় যারা তাকে নগ্ন করে অপমান করার উদ্দেশ্যে। দৃশ্যটি স্পষ্টভাবে দেখানোর চেয়ে তার উপর এমন করার প্রভাব আর ভালভাবে প্রকাশ করা যেত না।

এটি করার উদ্দেশ্য ছিল সিনেমা দর্শকের কামনার প্রশংসা করা নয়, বরং ভুক্তভোগীর প্রতি সহানুভূতি এবং অপরাধীদের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তোলা, ট্রাইব্যুনাল যে বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করেছে তা ফুলন দেবীর নগ্নতা নয়, বরং যারা তাকে মর্যাদার প্রতিটি টুকরো ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নগ্ন করে ফেলেছিল তাদের নিষ্ঠুরতা এবং হৃদয়হীনতার কারণে। নগ্নতা সর্বদা মূল প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে না, ট্রাইব্যুনাল দ্বারা 'শিন্ডলারের তালিকা' চলচ্চিত্রের উল্লেখটি উপযুক্ত ছিল। এতে নগ্ন পুরুষ ও মহিলাদের সারির একটি দৃশ্য রয়েছে, যা সামনে দেখানো হয়েছে, একটি নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের গ্যাস, চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা কেবল মারা যাচ্ছে তাই নয়, মানুষের মৌলিক মর্যাদার শেষ মুহূর্তে তাদের ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। অশ্রু একটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া; করুণা, আতঙ্ক এবং সহ-লজ্জার অনুভূতি নিশ্চিত, ব্যতীত বিকৃতদের মধ্যে যারা উত্তেজিত হতে পারে। আমরা বিকৃতদের রক্ষা করতে বা অতিরিক্ত সংবেদনশীলদের সংবেদনশীলতা প্রশমিত করতে সেন্সর করি না। "ব্যান্ডিট কুইন" একটি শক্তিশালী মানব গল্প বলে এবং সেই গল্পে ফুলন দেবীর জোরপূর্বক নগ্ন কুচকাওয়াজের দৃশ্যটি কেন্দ্রীয়। ফুলন দেবী কেন এমন হয়ে উঠলেন তা ব্যাখ্যা করতে এটি সাহায্য করে: যে সমাজের বিরুদ্ধে তার ক্রোধ এবং প্রতিশোধ তার উপর অসম্মান চাপিয়ে দিয়েছিল।

---

৪. (১৯৯৬) ৪ এস সি সি ১

'উপরোক্ত, যা স্পষ্ট, নায়কের ভোগ করা যন্ত্রণা ও নির্যাতনের প্রশংসা করে এবং সেলুলয়েডে দৃশ্যগুলি চিত্রিত করার প্রকৃতি এবং কোনও বিকৃত দর্শকের সংবেদনশীলতার দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার নীতিটি স্থাপন করে। কোনও বিকৃত চিন্তাবিদ বা দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপলব্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মত প্রকাশের স্বাধীনতার ধারণাকে সংবেদনশীল করার জন্য এর আশ্রয় নেওয়ার নীতিটি গ্রহণ করা উচিত নয়। একইভাবে, একটি বই পড়ার সময়, সেটিং, চরিত্রের উপাদান এবং উদ্দেশ্য গঠনকারী উপাদানগুলি মাথায় রাখতে হবে।

৩১) এই প্রসঙ্গে, ভায়াকম ১৮ মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা[৫] '-এ প্রকাশিত মতামতের উল্লেখ উপযুক্ত হবে। উক্ত মামলায়,' পদ্মাবত 'চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য চারটি রাজ্য কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিরধিথা ছিল। আদালত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি ধারণার প্রকাশের নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তিকে বিকৃত করা উচিত নয় বলে ভিত্তির উপর নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে দেয়ড় আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে, যদি আইনের অনুমোদিত দিক ছাড়াই বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা এবং সৃষ্টির প্রাকৃতিক বা চাষ করা শক্তিকে বাধা দেওয়া হয়, তবে সৃজনশীলতার ধারণাটি বিলুপ্তির পথ সুগম করবে এবং যখন সৃজনশীলতা মারা যায়, তখন সভ্যতার মূল্যবোধগুলি ক্ষয় হয়ে যায়। আদালত, উক্ত প্রসঙ্গে, নচিকেতা ওয়াথেকর বনাম সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন [৬]- এর একটি আদেশ থেকে একটি অনুচ্ছেদ পুনরুত্পাদন করেছে যা নিম্নরূপঃ

"এটি উল্লেখ করা হোক না কেন, একটি চলচ্চিত্র বা নাটক বা উপন্যাস বা একটি বই শিল্পের সৃষ্টি। একজন শিল্পীর এমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করার নিজস্ব স্বাধীনতা রয়েছে যা আইনে নিষিদ্ধ নয় এবং এই ধরনের নিষেধাজ্ঞাগুলি অভিব্যক্তিমূলক মনের অধিকারকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য অন্তর্নিহিতভাবে পড়া হয় না, মানব ইতিহাসে নথি করা হয়েছে যে এমন অনেক লেখক রয়েছেন যারা তাদের শব্দ, বাক্যাংশ, অভিব্যক্তিগুলির পছন্দ অনুসারে তাদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেন এবং এমন চরিত্রও তৈরি করেন যা সাধারণ মানুষের ধারণার চেয়ে একেবারেই আলাদা দেখতে পারে। একটি চিন্তার উদ্রেককারী চলচ্চিত্রের অর্থ কখনই হওয়া উচিত নয় যে এটি শিক্ষামূলক বা কোনও উপায়ে বিশুদ্ধবাদী হতে হবে। এটি দর্শকের সচেতন বা অবচেতন চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করতে পারে এবং উস্কে দিতে পারে। যদি কোনও সীমাবদ্ধতা থাকতে হয়, তবে তা আইনের নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। "

৫.(২০১৮) ১ এস সি সি ৭৬১

৬. (২০১৮) ১ এস সি সি৭৭৮

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন [দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি] ১৯

৩২) আদর্শ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে[৭], এই আদালতের সামনে বিষয়টি ছিল যে কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কিত একটি ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে এমন ফিচার ফিল্মের প্রদর্শন আবেদনকারী, সমাজ বা আপিল আদালতের "ক্রটি এখতিয়ার" প্রয়োগের সাথে জড়িত বিচারকে প্রভাবিত করবে কিনা। এই আদালত, উক্ত যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করে রায় দিয়েছে যে আইন আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি নথি আনা উপকরণের ভিত্তিতে, থিয়েটারের ভাষায় বা সেলুলয়েডে কোনও স্ক্রিপ্টে যেমন কল্পনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে নয়। আদালত এইভাবে মতামত দিয়েছেঃ-

একটি ধারণা প্রকাশ করার জন্য বহুবিধ পদ্ধতি, রীতিনীতি এবং পদ্ধতি থাকতে পারে। একজন দৃশ্যত বাকপটু হওয়ার জন্য নীরবতার পদ্ধতি বেছে নিতে পারে এবং অন্যজন আধা মেলোড্রাম্যাটিক পদ্ধতির পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে যা প্রভাব ফেলবে। এটি পৃথক চিন্তাভাবনা এবং পদ্ধতি যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

এবং আবারঃ

উপ-বিচারের মতবাদকে এমন মাত্রায় উন্নীত করা যাবে না যে কোনও সমাজের কোনও সদস্যের প্রতি কোনও ধরনের উল্লেখ বা ইঙ্গিত বাকস্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের অধিকারকে অস্বীকার করার নিশ্চয়তা দেয় যা সংবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি অত্যন্ত লালিত অধিকার, যে মুহূর্তে বাকস্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের অধিকার হ্রাস পায়, কেবল অধিকারই নয়, অধিকারযুক্ত ব্যক্তিও আধা কোমায় চলে যায়। আমরা যোগ করতে পারি যে উক্ত অধিকারটি পরম নয়, তবে তার উপর আরোপিত যে কোনও বিধিনিষেধ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গত পরামিতিগুলির মধ্যে থাকতে হবে। এই ক্ষেত্রে, আমরা ভাবতে বাধ্য যে সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করার পরে সিবিএফসি দ্বারা শংসাপত্র প্রদানের ফলে সদস্য বা সমাজের যে কোনও আশঙ্কা দূর করা উচিত।

৩৩) এটি একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সূচনা করবে, যদি সাংবিধানিক আদালত, কলঙ্কজনক প্রভাব সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে, বাকস্বাধীনতা, অভিব্যক্তি, সৃজনশীলতা এবং কল্পনাকে বাধা দেয়। এটি 'সাহিত্য স্বাধীনতার বুদ্ধিবৃত্তিক নিপীড়নের অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে। যখন আমরা এটি বলি, তখন আমরা এই সত্যে পুরোপুরি বেঁচে থাকি যে উক্ত অধিকারটি পরম নয়, তবে তার উপর আরোপিত কোনও বিধিনিষেধ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত যুক্তিসঙ্গত পরামিতিগুলির মধ্যে থাকতে হবে। এখানে, আমরা জর্জ অরওয়েলের ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটির কথা মনে করিয়ে দিতে পারি।

---

৭. ২০১৮ (৪) স্কেল ৩৯০,

এটা মুক্তচিন্তা এবং বৌদ্ধিক কাপুরুষতা। সৃজনশীল লেখা বৌদ্ধিক কাপুরুষতা এবং বৌদ্ধিক কাপুরুষতার পরিপন্থী।

৩৪) উপরোক্ত নীতিগুলি বিবেচনা করে, উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তিগুলি যা এখানে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অভিযোগ, যা প্রতিফলিত হয়, মহিলাদের উপর অবমাননাকর মন্তব্যের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষত যখন তারা মন্দিরে যায়। যেমনটি আগে বলা হয়েছে, আদালতের কর্তব্য হল এটি দেখা যে এই ধরনের সংলাপ কোনও ধরণের কামুক পরিস্থিতি বা কোনও শ্রেণীর অবমাননা করার জন্য কোনও শ্রেণীর অভিক্ষেপের জন্ম দেয় কিনা। একটি সৃজনশীল কাজকে পরিপক্ক মনোভাব, পদ্ধতির ক্যাথলিকতা, উদ্দেশ্যমূলক সহনশীলতা এবং গ্রহণযোগ্যতার বোধের সাথে পড়তে হবে যা বাস্তবতা যা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয় কিন্তু বিকৃতির আচ্ছন্ন ধারণার সাথে নয় যা তাৎক্ষণিকভাবে একজনকে উপদেশবাদের আবেগের সাথে সংযুক্ত করে বা সেই বিষয়টির জন্য, বিশুদ্ধবাদী মনোভাবের উপলব্ধি। একজন পাঠকের পরিস্থিতি বোঝার এবং চরিত্রটির প্রশংসা করার সংবেদনশীলতা থাকা উচিত এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয় যে যা কিছু লেখা হয়েছে তা খারাপ স্বাদের এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তরুণ মনকে দূষিত করার জন্য করা হয়েছে। বিপরীতভাবে, তাকে লেখকের সাথে সহ-ওয়াকার হিসাবে নিজেকে উন্নীত করতে হবে যেন সামাজিক সংযোগ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগ রয়েছে। বিকৃত বিচারের অনুভূতি পরিত্যাগ করা উচিত। একটি সৃজনশীল লেখা সহানুভূতিশীল পাঠের প্রত্যাশিত। এটি সমালোচনার বিরোধী নয় তবে অবশ্যই অযৌক্তিক প্রতিবাদ সহ্য করে না। "উথারিং হাইটস"-এর লেখক আশা করেন যে তিনি পাঠকরা "হিথক্লিফ"-এর চরিত্রকে ঘিরে থাকা অসুস্থতার প্রশংসা করবেন। একইভাবে, "নালা দময়ন্তী"-র মহান কবি চেয়েছিলেন যে পাঠকরা যেন রাজকন্যার সৌন্দর্যের বর্ণনা উপভোগ করে আখ্যানটির প্রশংসা করে তবে বিকৃত চিন্তায় লিপ্ত না হয়,

৩৫) একজনকে তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং গল্পে বোনা প্লট এবং উপ-প্লটগুলি বুঝতে এবং প্রশংসা করতে হবে। মীশার চরিত্রটি যেমন উপস্থাপিত হয়েছে তা বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে অগণিত অভিজ্ঞতা দেখায়। পরিস্থিতিগুলি, যেমন আমরা দেখতে পাই, নির্দিষ্ট উপ-প্লট হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা নায়কের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঘিরে বিকশিত হয়েছিল। নির্দিষ্ট লেখকদের দ্বারা গৃহীত চরিত্রের ধারাবাহিকতার তত্ত্বটি 'অ্যারেটিভ'-তে বজায় রাখা হয়েছে বলে মনে হয়। পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতির চিকিত্সা ভিন্ন হতে পারে তবে নায়কের মৌলিক প্রতিক্রিয়া অপরিবর্তিত থাকে। আমরা বলি, এগুলি সমস্তই একজন পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে। অন্য পাঠকের কাছে মনে হতে পারে যে উপ-প্লটগুলি উৎসাহের সাথে তৈরি করা হয়েছে যাতে নায়ককে আকর্ষণ করার জন্য এবং শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার জন্য লোভনীয় পরিস্থিতি তৈরি করা যায়।

এন. রাধাক্রিষ্ণন ওরফে রাধাক্রিষ্ণন ভেরেনিকল বনাম ভারতের ইউনিয়ন ।দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি। ২১

উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসিত, এটি অস্বীকার করা যায় না যে এটি সৃজনশীলতার একটি প্রকাশ। গল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি চরিত্রের উপলব্ধি সহানুভূতিশীল পাঠকদের একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। পরিপক্ক সংবেদনশীলতা সহ একজন পাঠক 'নায়কের দুর্দশার সাথে সংযুক্ত হবেন বা এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন যে অভিক্ষেপটি অবমাননাকর এবং ক্ষতিকারক, মানুষের একটি অংশের কাছে। তিনি উপন্যাসটিকে কলঙ্কজনক এবং আপত্তিকর হিসাবে বিবেচনা করেন। আদালতকে কোনও ধরণের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত করা উচিত নয়। একজনের একটি নির্দিষ্ট ধরনের অভিব্যক্তি নিয়ে গুরুতর অপছন্দ থাকতে পারে, কিন্তু তা হলে বই বা প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার জন্য আদালত থেকে আদেশ জারি করার কোনও নিশ্চয়তা থাকবে না। 'সংলাপে ব্যবহৃত ভাষাকে দূরবর্তীভাবে অশ্লীল বলে মনে করা যায় না। মানহানির ধারণাটি উদ্ভূত হয় না। মন্দিরে যাওয়া মহিলাদের জন্য এটি অবমাননাকর এবং ক্ষতিকারক এই ধারণাটি লালন করা অবকাঠামো ছাড়া একটি উপরিকাঠামোকে পিরামিড করার সমতুল্য হবে।

৩৬) যদি কেউ ঘটনা এবং পরিস্থিতির মাধ্যমে চরিত্রের অগ্রগতি বুঝতে পারে, তবে একজন আগ্রহী পাঠক দেখতে পাবেন যে জটিল দৃশ্যপটের নীচে, পরাজয় এবং জয় করার তাগিদ রয়েছে এবং একটি অস্বীকার গ্রহণ না করার তাগিদ রয়েছে। উভয় দিকই আবেশের রাজ্যে রয়েছে এবং লেখক নায়ককে তার গ্রহকে আঘাত করতে দেয়। তার কল্পনা তার বিশ্বকে ঘিরে ফেলে। একজন পাঠকের তার প্রশংসা করার বা সহানুভূতি জানানোর স্বাধীনতা রয়েছে। যেভাবেই হোক, যে সংলাপ নিয়ে আপত্তি তোলা হয় তা সংবেদন তৈরি করার অনুপ্রবেশ নয়। এটি চরিত্রগুলির অভিক্ষেপের একটি দিক। এটি একরকম কল্পনাপ্রসূত বাস্তবতা বা পাবলো পিকাসো যেমন বলতে চান, "আপনি যা কল্পনা করতে পারেন তা সবই বাস্তব"। একজন বিকৃত পাঠক শালীনতা বা নৈতিকতার অনুপস্থিতি বা অশ্লীলতার উপস্থিতি কল্পনা করতে পারেন তবে তারা সত্যিই অদৃশ্য

৩৭) যদি এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে বই নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে কোনও সৃজনশীলতা থাকতে পারে না। সাংবিধানিক আদালতের এই ধরনের হস্তক্ষেপ শিল্পকলার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এটা ঠিক যে, কোনও লেখক যে স্বাধীনতা উপভোগ করেন তা নিরঙ্কুশ নয়, তবে কোনও বিধিনিষেধ আরোপের আগে আদালতের কর্তব্য হল সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদের আওতায় আসলেই কিছু আসে কিনা তা দেখা। সেই সময়ে, এস. রঙ্গরাজন বনাম পি. জগজীবন রাম এবং অন্যান্যদের[৮] মধ্যে যা বলা হয়েছে তা মনে রাখা উচিত যেখানে ১৯ (২) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করার সময়, এই আদালত স্পষ্ট এবং বর্তমান বিপদের আমেরিকান পরীক্ষা থেকে ধার নিয়েছিল এবং পর্যবেক্ষণ করেছিলঃ-

"৪৫... মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার দাবি করে যে, স্বাধীনতাকে অব্যাহত রাখার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি চাপ সৃষ্টি না করলে এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিপন্ন না হলে, এটি দমন করা যাবে না।

---

৮. (১৯৮৯) ২ এসসিসি এস ৭৪

প্রত্যাশিত বিপদ দূরবর্তী, অনুমানমূলক বা অপ্রত্যাশিত হওয়া উচিত নয়। এর অভিব্যক্তির সাথে নিকটবর্তী এবং প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা উচিত। চিন্তার অভিব্যক্তি জনস্বার্থের জন্য অন্তর্নিহিতভাবে বিপজ্জনক হওয়া উচিত। অন্য কথায়, অভিব্যক্তিটি "বিদ্যুতের পিপায় স্ফুলিঙ্গ" এর সমতুল্য চিন্তাভাবনামূলক কর্মের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ হওয়া উচিত।

৩৮) উক্ত লিটমাস পরীক্ষাটি প্রয়োগ করার জন্য, এটি মনে রাখতে হবে যে একটি বইকে খণ্ডিত পদ্ধতিতে পড়া উচিত নয়। এটি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে। ব্যবহৃত ভাষা, ধারণাগুলি বিকশিত, গৃহীত শৈলী, যেভাবে চরিত্রগুলি চিত্রিত করা হয়েছে, চিত্রায়নের জন্য সহায়তা নেওয়া চিত্রের ধরণ, থিম্যাটিক সহায়ক ধারণাগুলি অভিক্ষিপ্ত এবং পরিস্থিতি বর্ণনা করার প্রকৃতিটিকে উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। কোনও বইয়ের মূল্য এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে বিষয়গত ধারণা থাকতে পারে তবে উক্ত বিষয়গততাকে কোনও বইয়ের সেন্সরশিপ বা নিষেধাজ্ঞার জন্য আইনি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

৩৯) উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও, সৃষ্টিশীলতা এবং লেখকের, মহাবিশ্ব সম্পর্কে উপলব্ধি মনে রাখতে হবে। কবিতার ক্ষেত্রে যা সত্য তা উপন্যাস বা যে কোনও সৃজনশীল লেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি মনে রাখতে হবে যে একজন লেখকের কল্পনাকে স্বাধীনতা উপভোগ করতে হবে। এটিকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের কাছে নতিস্বীকার করতে বলা যায় না। এটি চাপিয়ে দেওয়ার সমতুল্য হবে। একজন লেখকের শব্দ নিয়ে মুক্ত খেলা উচিত, যেমন একজন চিত্রশিল্পীর রঙ থাকে না। কল্পনার আবেগ পরিচালিত করা যায় না। এটা ঠিক যে, চূড়ান্ত প্রকাশনাটি অবশ্যই আইনের পরিপন্থী হবে না, তবে আইনের কঠোরতার প্রয়োগও আদালতের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন দিকের প্রতি জীবিত থাকতে হবে। একজন লেখকের কারুশিল্প বস্তুনিষ্ঠ বোধগম্যতার ধারণাটি গ্রহণ করে সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

৪০) এটা মনে রাখা উচিত যে, অবশেষে, মহান লেখক ও চিন্তাবিদ ভলতেয়ার যা বলেছিলেন-"আপনি যা বলছেন তা আমি অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু আপনার বলার অধিকারকে আমি মৃত্যু পর্যন্ত রক্ষা করব" তা যখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হয় তখন পথ প্রদর্শনের জন্য লেজার রশ্মি হয়ে ওঠে।

৪১) উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, রিট পিটিশনটি যোগ্যতাবিহীন হওয়ায় খারিজ হয়ে যায়। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

নিধি জৈন রিট পিটিশন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও
প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen